'শান্তা নামের সেই-
মিষ্টি মেয়েটিকে আমি চিনতাম'

- অজয় রায়

মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল, হ্যাঁ ভীষণ। আজকের সংবাদের (২১শে জুন, ২০০৬) একটি ছোট্ট খবরে – "সংবাদ কর্মী শান্তা আর নেই।"

শ্যামলা রঙের উজ্বল এ মিষ্টি মেয়েটিকে আমি চিনতাম। শুধু কি চিনতাম? হ্যাঁ, ভালভাবেই চিনতাম ও জানতাম ওকে এবং ওর স্বামী আশীষকে। হঠাৎ করেই এই তরুণ ও তরুণীর সাথে পরিচয় হয়েছিল। সেই পরিচয় ক্রমেই আন্তরিকতায় পরিণতি পেয়েছিল এবং হয়তো নিবিড়ও হয়েছিল। নিজের অজ্ঞাতেই মনের দিক থেকে অনেক পরিণত – ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি প্রসারিত এই সুন্দর মনের অধিকারী দম্পতীকে ভালবেসে ফেলেছিলাম।

তারপর হঠাৎ করেই ওরা নিজেদের থেকেই হারিয়ে গেল আমার পরিচয়ের বলয় থেকে। অনেক দিন ভেবেছি শান্তা আবার হঠাৎ বাসার বেল টিপে দেখা দেবে দরজার সামনে, সহাস্যে বলবে 'স্যার আবার আমরা এসে পড়েছি।' অনেকদিন ভেবেছি কেন হঠাৎ করে ওরা দুরে চলে গেল, ইচ্ছে হয়েছিল অনেকবার ওদের খোঁজখবর নিই। কিন্তু কোথায় যেন বেঁধেছে, ভেবেছি যারা নিজ থেকই সরে গেছে তাদের কি আবার ডাকা যায়? এই ঔচিত্যবোধ আমাকে বিরত রেখেছে। এখন মনে হচ্ছে, আমার ভুল হয়েছিল – আমার উচিত ছিল ওদের খোঁজ খবর রাখা।

তারপর দীর্ঘদিন পরে হঠাৎ করেই শান্তার সাথে দেখা কয়েক মাস আগে – একদম যাকে বলে অপ্রত্যাশিত, একটি প্রেস কনফারেন্সে। আমরা তখন মাধ্যমিক স্তরে সরকার ঘোষিত তথাকথিত 'একমুখী শিক্ষা নীতি'র বিরুদ্ধে শিক্ষা আন্দোলন মঞ্চ থেকে আন্দোলন করছি। এরই এক পর্যায়ে আমাদের ডাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির কনফারেন্স কক্ষে সাংবাদিক সম্মেলন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নবাণে হিমসিম খাচ্ছি, - তখনই জীনস ও শার্ট পড়া নাতিদীর্ঘা ছিপছিপে শ্যামাঙ্গীনী এক তরুণী সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলে উঠল, 'স্যার, আমি শান্তা।' অবাক করা ব্যপার – 'কোথায় ডুব মেরেছিলে এতদিন, আশীষ কোথায় ? তোমরা ভাল আছ তো ?'- আমার একরাশ প্রশ্ন। শান্তার পাল্টা প্রশ্ন, 'আপনি ভাল, আর মাসীমা'? নিজ থেকেই বলল, 'এখন থেকে আবার দেখা হবে, .. আমি সংবাদে যোগ দিয়েছি কিছুদিন আগে। রিপোর্টার হিসেবে, নগর পাতাটা দেখাশুনা করি।' তারপর আবারও প্রশ্ন 'আপনি সংবাদ রাখেন তো'। 'সেই জন্ম লগ্ন থেকে- আজও বাসায় 'সংবাদ' সংবাদ নিয়ে আসে। বিরতিহীনভাবে' - আমার জবাব। শান্তা পুর্ব কথার রেশ ধরেই বলল, 'আপনার নাম দেখেই আজকের বিষয়টি কাভার করতে এসেছি।' একেবারে পাক্কা সাংবাদিকের মত কথা বলে চলেছিল শান্তা। আমি যেন এক নতুন শান্তাকে দেখতে পাচ্ছি। আমার মনে পড়ল মহিলা স্বেচ্ছাসেবিকা হিসেবে শান্তাকে নিয়ে আমরা গিয়েছিলাম ভোলার প্রত্যন্ত অঞ্চলের দুর্গম গ্রামগুলোতে যেখানে সংখ্যালঘু পরিবারগুলোর ওপর যে অকথ্য নির্যাতন চালান হয়েছিল, অসংখ্য নারী ধর্ষিতা ও নিগৃহীত হয়েছিল সেই সব নারীদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও নির্যাতনের কাহিনী রেকর্ড

করাতে। সে কাজ শান্ত নিপুনতার সাথে পালন করেছিল। যাওয়ার আগে শান্তকে বলেছিলাম, এ কাজে ভয়ানক ঝুকিঁ আছে, ভয়ও আছে। শান্ত ছিল অবিচল, সঙ্গে ছিল ওর সকল কাজের সাথী ওর স্বামী আশীষ। আশীষ নেতৃত্ব তিয়েছিল আমাদের স্থির ও চলমান চিত্রগ্রহণের দলটির।

শান্তকে বলেছিলাম ওর স্বামীকে নিয়ে একদিন বাসায় আসতে। কিন্তু ও আর আসে নি, না একা বা আশীষ নিয়ে। আসতে পারি নি। কর্মব্যস্ততার কারণে আমারও ওদের সাথে যোগাযোগ করা হয়ে ওঠে নি।

আগে বলেছি হঠাৎ করেই আশীষ দম্পতীর সাথে পরিচয় ঘটেছিল। আমি তখন ২০০১ সালের নির্বাচনোত্তর কালে সংখ্যালঘুদের ওপর সহিংস নির্যাতন ও নিপীড়ন বিরোধী কাজে জড়িয়ে পড়েছি – এক স্থান থেকে অন্যস্থানে ছুটে বেড়িয়েছি, কীভাবে এই অসহায় মানুষদের রক্ষা করা যায় বিজয়ী জোটের লেলিয়ে দেওয়া সাম্প্রদায়িক ও সন্ত্রাশী শক্তির করাল থাবা থেকে। এই অসহায় মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ানোর মত কেউ নেই। কেবল সুশীল সমাজের একটি অংশ, ও মানবাধিকার কাজে সংশ্লিষ্ট কতিপয় সংগঠন কিছু করার চেষ্টা করছে। পরাজিত আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব দিশেহারা – নিজেদের কর্মীবাহিনীও নির্মমতার শিকার, আর বাম শক্তিগুলো ছিন্নভিন্ন পর্যদুস্ত। এই দুর্যোগকালে একটি স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনের এক সভায় শান্ত ও আশীষের সাথে দেখা ও পরিচয়। এই স্বেচ্ছাসেবীদের অনেকে তখন আমাদের পক্ষে কাজ করেছিল যার মধ্যে আশীষ ও শান্তও ছিল। ওদেরই সহায়তায় পশ্চিম দক্ষিণ বঙ্গ থেকে পুর্ব দক্ষিণ বঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চলের নিগৃহীত সংখ্যালঘু অনেক পরিবারের অত্যাচারের বেশ কিছু তথ্য আমরা সংগ্রহ করেছিলাম, অনেক অকথিত নারী নির্যাতনের সচিত্র কাহিনী তুলে এনেছিলাম। কিন্তু সে সব সংগৃহীত তথ্য হারিয়ে যায়, সে আর এক কাহিনী। পরিচয়ের দুতিন দিন পরে আশীষ একদিন সন্ধ্যেবেলা আমার বাসায় এসেছিল; জানিয়েছিল যে সে স্বচেষ্টায় বাংলাদেশের পুর্বাঞ্চলের একটি সংখ্যালঘু গ্রামের নির্যাতনের কিছু ভিডিও চিত্র ধারণ করেছে। সে জানতে চাইল এ ব্যাপারে আমরা তাকে কাজে লাগাতে পারি কি না ? আমরা যে তার মেধা ও কর্মশক্তিকে কাজে লাগিয়েছিলাম তা আগেই আমি উল্লেখ করেছি।

চিত্র ঃ ২০০১ সাল নির্বচনোত্তর বিজয়ী জোটের লেলিয়া দেয়া সহিংস সামপ্রদায়িক শক্তির হাতে ভোলার একটি প্রত্যন্ত গ্রামের সংখ্যালঘু পারবারের কয়েকজন নির্যাতিত নারীর সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন শান্ত

তারপর হঠাৎ করেই ওদের সাথে যেমন পরিচয় হয়েছিল তেমনি হঠাৎ করেই শান্তা আর আশীষ হারিয়ে গেল আমার কাছ থেকে। শান্তা মাঝে মাঝে একাই আসত বাসায়। কখনও কাজের সূত্র ধরে আবার কখনও এমনিতেই। ও তখন একটি স্কুলে চাকরী করতে বলে জানিয়েছিল, আর আশীষ একটি বেসরকারী সংস্থায়। শান্তাকে আমার মনে হয়েছিল অনেক বাস্তববাদী স্বল্পতুষ্টা এক শান্তিপ্রিয় নারী, তখনও কিন্তু ও পুরোপুরি নারী হয়ে উঠতে পারে নি, প্রাক নারী হয়ে ওঠার চঞ্চলতা ও প্রাণবন্ত সজীবতা তখনও তার চলনে ও বলনে। আর আশীষকে মনে হয়েছে ওর বয়সের তুলনায় অনেক বেশী সিরিয়াস। ওর চোখে দেখেছিলাম কী যেন খোঁজার অতৃপ্ত দৃষ্টি। ও যেন স্থিতধী হতে পারছে না যতক্ষন না ওর সুদুরের ভিশনটা স্বচ্ছ হয়ে ওর কাছে ধরা পড়ে। শান্তা একদিন কথাচ্ছলে বলেছিল, ‘জানেন স্যার ও খুব (আশীষ) সেন্টিমেন্টাল, ওকে যখন কেউ আঘাত করে বা মিথ্যা অভিযোগ করে, ও সহ্য করতে পারে না, হুলুস্থুল কাণ্ড ঘটিয়ে বসে। তখন আমাকেই সামলাতে হয়।’ শান্তা আরও বলেছিল যে সে মুসলিম পরিবারের মেয়ে, আর আশীষ হিন্দু পরিবার থেকে আসা, কিন্তু ওদের ভালবাসার পথে ধর্ম কোন প্রবল বাধা হিসেবে দেখা দেয় নি। আশীষের যে একটি উন্মনা সৃষ্টিমুখর মন আছে – ওর সাথে আলাপচারিতায় বুঝতে পেরেছিলাম।

কেন হঠাৎ করে ওরা যোগাযোগ বন্ধ করল - এ প্রশ্নের জবাব আমি আজও খুঁজি। কিন্তু সেদিন প্রেস কনফারেন্সে সাক্ষাৎকালে ইচ্ছে করেই সে প্রসঙ্গ তুলিনি। ভেবেছি, আবার যদি যোগসূত্র স্থাপিত হয়, তবে পুরানো কথা তোলা যাবে। কিন্তু সে সম্ভাবনারও আকষ্মিকভাবে ও অনাকাঙ্খিতভাবেই পরিসমাপ্তি ঘটল দৈনিক সংবাদের শেষ পৃষ্ঠায় ছাপানো খবরটিতে --- “সংবাদ কর্মী শান্তা আর নেই” । এ বেদনা সহজে প্রশমিত হওয়ার নয়, আমার কাছে। কেমন করে ভুলব চোখের সামনে ভাসে ওর দীপ্ত দুটি চোখ। আশীষকে কী বলব, সে ভাষা আমার নেই। আশীষ তুমি আমায় ক্ষমা করো।

==

অজয় রায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক, মানবাধিকার কর্মী। ইমেইল :
avijit@citechco.net